DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 20 Nov 2026, 05:39 PM

সারাদেশ

খাল নেই, রাস্তা নেই, গঙ্গামতিতে আড়াই কোটি টাকার সেতু

প্রতিবেদক: পটুয়াখালী প্রতিনিধি
প্রকাশের তারিখ: শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৬, ০৯:৪৪ PM



পটুয়াখালীর কুয়াকাটার ধূলাসার ইউনিয়নের গঙ্গামতি তেত্রিশকানি এলাকায় খাল ও সংযোগ সড়ক নেই। অথচ সেখানে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে একটি গার্ডার সেতু। সেতুটি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও জনসাধারণের উপকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, খাল ও সংযোগ সড়ক ছাড়া সেতুটি নির্মিত হলে সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় হলেও তা মানুষের কোনো কাজে আসবে না।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, ধূলাসার ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গামতি তেত্রিশকানি এলাকায় বেড়িবাঁধের বাইরে সেতুটির নির্মাণকাজ চলছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পটি নেওয়া হয়। এর প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা। গত বছর কোরবানির ঈদের পর সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। চলতি বছরের শেষ দিকে কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গিয়াস উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি সেতুটির নির্মাণকাজের দায়িত্ব পান। ৫ আগস্টের

পর কাজের দায়িত্ব পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জসিম উদ্দিন খান। তবে ঠিকাদার পরিবর্তন ও কাজ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

খাল নেই, সেতুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন

সরেজমিনে দেখা যায়, সেতুটির আশপাশে কয়েকটি বসতঘর রয়েছে। তবে সেখানে দৃশ্যমান কোনো খাল বা সেতুর সঙ্গে সংযুক্ত চলাচলের রাস্তা নেই। ফলে সেতুটি নির্মাণের পর মানুষ কীভাবে এটি ব্যবহার করবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

টুর গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, "আমাদের এলাকায় উন্নয়ন হোক, এটা আমরা চাই। কিন্তু যেখানে খাল নেই, রাস্তা নেই, সেখানে এত টাকা খরচ করে সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা কী? সেতু নির্মাণের আগে মানুষের চলাচলের ব্যবস্থা ও জায়গার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করা উচিত ছিল।"

স্থানীয় বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, "সেতু হলে মানুষের উপকার হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে সেতুর দুই পাশে যাওয়ার মতো রাস্তা নেই। খালেরও অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এই সেতু দিয়ে মানুষ চলাচল করবে কীভাবে? প্রকল্পের টাকা খরচ হলেই তো উন্নয়ন হয় না, মানুষের কাজে আসতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "ব্রিজের চেয়ে একটি সাইক্লোন আমাদের জন্য জরুরি।"

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় আরেক বাসিন্দা বলেন, "সেতুর নির্মাণকাজের কারণে আশপাশের কয়েকটি পরিবারের ভোগান্তি হচ্ছে। কেউ কেউ ঘরবাড়ি নিয়েও সমস্যায় পড়েছেন। আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসে সরেজমিনে দেখুক। জনগণের টাকায় এমন কোনো কাজ হওয়া উচিত নয়, যা শেষ পর্যন্ত মানুষের কোনো উপকারে আসবে না।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও দাবি, কয়েক দিন আগে খালের অস্তিত্ব না থাকলেও ভেকু দিয়ে খালের নকশা তৈরির মতো কাজ করতে দেখা গেছে। তাঁদের প্রশ্ন, প্রকল্প নেওয়ার আগে যথাযথভাবে স্থান পরিদর্শন, খালের অস্তিত্ব যাচাই এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছিল কি না।

ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ না করার অনুরোধ

সেতুর নির্মাণকাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী জসিম উদ্দিন খানের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি সংবাদ প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান। এ সময় তিনি বিকাশের মাধ্যমে প্রতিবেদককে "চায়ের অফার" করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সংবাদ প্রকাশ করলে কিছু হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি নিজের সঙ্গে পটুয়াখালী জেলা বিএনপি ও সাবেক এক মন্ত্রীর আত্মীয়তার পরিচয় দেন।

প্রকল্পের নথি ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রকাশের দাবি

প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পে সেতু নির্মাণের স্থান কীভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, প্রকল্প অনুমোদনের আগে খাল ও সংযোগ সড়কের অস্তিত্ব যাচাই করা হয়েছিল কি না, সেতুর দুই পাশে সংযোগ সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে কি না এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কী—এসব প্রশ্নের জবাব চান স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাঁদের দাবি, প্রকল্পটির নকশা, প্রাক্কলন, কার্যাদেশ, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা ও জনস্বার্থ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুটি যদি মানুষের চলাচল ও এলাকার যোগাযোগব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারে, তাহলে এই ব্যয়ের সুফল শেষ পর্যন্ত কারা ভোগ করবে?

হাঁটার সুবিধার কথা বলছে এলজিইডি

এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সেতুটি স্থানীয় বাসিন্দাদের হাঁটাচলার সুবিধা দেবে। তবে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা, নকশা, সম্ভাব্য উপকারভোগী, খালের অস্তিত্ব এবং পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি।

এ বিভাগের আরও খবর



কসবায় ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, আহত ১

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ট্রাকের চাপায় মো. আলমগীর (৪৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর সঙ্গে থাকা আরেক আরোহী মো. সাহাদাৎ গু...



ঝালকাঠিতে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে হেলপার নিহত, আহত ২০

বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া এলাকায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাসের হেলপার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুই বাসের অ...



নিখোঁজের ৪৮ ঘণ্টা পর কুয়াকাটা সৈকতে মিলল বিচারক ফারহান নাদীমের সন্ধান

নিখোঁজের প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র সহকারী জজ শেখ ফারহান নাদীমকে উদ্ধার করে...



বিশ্বম্ভরপুরে ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় বিড়ি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৫

সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুরে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে ১ লাখ ২৫ হাজার ৯৫০টি ভারতীয় বিড়ি ও চারটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/saradesh/khal-nei-rasta-nei-gnggamtite-arai-koti-takar-setu